1. Discuss the material and ideological background behind the rise of Buddhism and Jainism in the 6th century B.C.

⇒ Ramila Thapar মন্তব্য করেছেন — "The 6th Century B.C may almost be described as a century of universal questions and the age of peaceful protest." খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক ভারতবর্ষের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল প্রতিবাদী ধর্মীয় আন্দোলনের পটভূমিতে। তাই বৈদিক ঐতিহ্যবাহী ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সমাজের গোঁড়ামি ও আচার সর্বস্বতা ব্যাপক বিরোধী তার মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম উত্থানের প্রেক্ষাপট :—

প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলনের উত্থানের প্রেক্ষাপট আলোচনা করলে দেখা যায় যে চেতনাগত বা ভাবগত উপাদান সক্রিয় ছিল, বস্তুত: বৈদিক পরবর্তীকালের আনুষ্ঠানিক আন্দোলন এর মূল বিষয় ছিল বর্ণাশ্রম ও বৈদিক বলিদান-প্রথার বিরোধিতা। উপনিষদের দর্শন থেকে উদ্ভব নিয়েছিলেন পরবর্তীকালের নতুন দার্শনিক চিন্তাধারা অনেক আগের যুগের তপস্যা ও ব্রাহ্মণ্যবাদ তাত্ত্বিকের দল নতুন নতুন চিন্তা ও দার্শনিক ভাবনার একটি ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিল। 'নিয়তিবাদ' থেকে 'জড়বাদ' সবই এই ভাবনার পরিধিযুক্ত ছিল। 'আজিবিক বা আজীবক' নামে একদল দার্শনিক ছিলেন যারা বিশ্বাস করতেন যে মানুষের সামান্যতম কাজ কর্ম নিয়তির দ্বারা পূর্ব নির্দিষ্ট কিছুতেই তার পরিবর্তন সম্ভব নয়, এছাড়া অনেক নিরিশ্বরবাদী গোষ্ঠীও ছিল, এদের মধ্যে চারবাকরা সম্পূর্ণ জড়বাদ প্রচার করেন, মানুষ এসেছে ধূলিকণা থেকে এবং তারা যিনিও

যেতে হবে খ্রীলঙ্কাতে, Ajit Keshkombolim বলেছিলেন, যারা দেহাত্মার অস্তিত্বের কথা বলেন তারা মিথ্যাবাদী বিদ্যার ধারেন। এসব প্রচারকের বক্তব্যের পার্থক্য থাকলেও তারা সকলেই বৈদিক ব্রাহ্মণবাদ প্রচলিত ধর্মপ্রচারের বিরোধীতা করেন।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উত্থানের বস্তুগত পটভূমি :—

Romila Thapar, Ram Sharan Sharma, D.D. Kousambi, D.N. Jha প্রমুখ ইতিহাসবীদ দেখিয়েছেন — বস্তুগত পট-ভূমি কীভাবে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উত্থানের পথকে প্রশস্ত করেছিলেন। Ram Sharan Sharma সাম্প্রতিককালে তাঁর 'Material Culture and Social Forming in Ancient India' গ্রন্থে দেখিয়েছেন, নতুন ধর্মগুলির আবির্ভাবের প্রকৃত কারন উত্তর পূর্ব ভারতে একটি নতুন ধরনের কৃষিঅর্থনীতির উদ্ভব। বৌদ্ধগ্রন্থ 'সংযুক্ত নিকায়' ও 'বিনয় পিটক' এ বিবৃতি হিসেবে 'কাষি বা কৃষি কো' উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

অধ্যাপক রাম সরন শর্মা সম্প্রতি 'India's Ancient Past' গ্রন্থে দেখিয়েছেন, লোহার অস্ত্র ও উপকরনের বহুল ব্যবহারই মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকা অরন্য মুক্ত করে কৃষির উপযুক্ত করে তুলেছিল। লোহার ব্যবহারের ফলে চিরাচরিত কৃষি পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় এক নতুন ধরনের কৃষি অর্থনীতি। কৃষি সাফল্যের জন্য প্রয়োজন ছিল 'গোসম্পদের'। বিভিন্ন বৈদিকরীতি বলিদানের ফলে পশুসম্পদ কমে আসছিল যাগ যজ্ঞ আচার অনুষ্ঠান তথা পশুবলির প্রতি বীতশ্রদ্ধ ভাব এই সময় স্পষ্ট হয়ে ওঠে প্রতিবাদী ধর্মগুলিতে। বৌদ্ধ জৈন ধর্ম জীব হিংসার বিরোধিতা করা হয়। এই কারনে ব্যাপক বলিদান থেকে গোসম্পদকে সংরক্ষনের কারার চেতনা থেকে বোধহয় বৌদ্ধগ্রন্থে 'গোরক্ষা' শব্দটি বরাবর উল্লেখিত হয়েছে।

Scanned with OKEN Scanner

অধ্যাপক Amadananda Ghosh তাঁর 'The city in Early Historycial India' গ্রন্থে লিখেছেন নতুন কৃষিপদ্ধতিতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন উৎবৃত্তের সৃষ্টি করেছিল এবং এই নতুন উৎবৃত্ত নতুন নগরীয় পতন করেছিলেন। পালী গ্রন্থ সমূহে ২০টি নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়। অন্যান্য অধিবাসীদের সঙ্গে এসব নগরে অসংখ্য কারিগর ও ব্যবসায়ী বসবাস করতেন এবং তারাই সর্বপ্রথম মুদ্রার ব্যবহার শুরু করেন। মুদ্রার ব্যবহার ব্যবসা-বানিজ্যের পথ সুগম করে তুলেছিল ধনী-বনিক পালি সাহিত্যে 'শ্রেষ্ঠ' বলে অভিহিত। ছোটো দোকানদার ও ব্যবসায়ীর 'নাথ পাপনিক' পালি সাহিত্যে বহুবার বলা হয়েছে।

প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, উপজাতির ব্যবস্থার দূরীকরন শুহুরে আচার আচরন, গাঙ্গেয় উপত্যকায় 'ভূমধ্যকারী-কৃষক' ও 'শ্রেষ্ঠী' নামে ধনী ব্যবসায়ীর শ্রেনির সৃষ্টি হয়েছিল।

ব্যবসা-বানিজ্যের বিস্তারের অর্থই ছিল বৈশ্যদের দূরত্ববৃত্তি। কিন্তু ব্রাহ্মন সমাজে বৈশ্যদের স্থান ছিল তৃতীয়। স্বাভাবিকভাবে বৈশ্যরা এমন ধর্মের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল যা তাদের মর্যাদার উন্নতি ঘটাতে পারে। মহাবীর ও গৌতমবুদ্ধ দুজনকেই বৈশ্যরা আকুন্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন। অধ্যাপক রাম সরন শর্মা এই সমর্থনের পিছনের কতকগুলি কারন লক্ষ্য করেছেন। প্রথমত, বৈদ্ধ জৈনধর্ম বর্ন-প্রথার উপর কোনো রকম গুরুত্ব আরোপ করেনি। দ্বিতীয়ত, এ ধর্ম এর মূল কথা ছিল অহিংসা যার অর্থ যুদ্ধের অবসান ও ব্যবসা বানিজ্যের সমৃদ্ধি। তৃতীয়ত, বানিজ্যের সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন সমুদ্র-যাত্রা। বৌদ্ধগ্রন্থে সমুদ্রযাত্রাকে অনুমোদন করা হয়। চতুর্থত, বানিজ্যিক প্রসারের ফলে অর্থনৈতিক-

Scanned with OKEN Scanner

ব্যবস্থায় ঋণ দেওয়ার ও নেওয়ার প্রয়োজন দেখা যায়। কিন্তু বৈদিক ধর্মসূত্রগুলিতে টাকা ধার ও সুদের ব্যবস্থাকে অনুমোদন করেন, তাই বণিক শ্রেণী বা বৈশ্যরা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।

অধ্যাপক Btrindranath Mukherjee তাঁর 'External Trade of Early Northeastrm India' গ্রন্থে বলেছেন তৎকালীন সমাজে কৃষি ও বানিজ্যের ব্যাপক প্রসার এবং তার সঙ্গে বিনিময়ের মাধ্যম প্রচলনের ফলে পুঞ্জীভূত সম্পদ সৃষ্টি হয়েছিল। এর ফলে বর্ণবৈষম্য ও দারিদ্র দুই ই বেড়েছিল। বৈদিক ব্রাহ্মণ চতুরবর্ণের পারস্পারিক উত্তেজনা উগ্রতা তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি বুদ্ধদেব এই সংকট থেকে পরিত্রানের এমন এক পথের (মধ্যপন্থা) নির্দেশ দিয়েছিলেন, যা সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে গ্রহনীয় বলে মনে করেছিলেন। বুদ্ধদেব নারী সমাজকেও মর্যাদাশীল আসনে অধিষ্ঠিত করার কথা বলেছিলেন।

Ramila Thapar তাঁর 'Ancient Indian Social History: Some Interperetation' গ্রন্থে বলেছেন বৌদ্ধ-জৈন ধর্ম প্রচলিত সংস্কারবিরোধী এই দুই ধর্ম প্রসার লাভ করেছিল মূলত শহরাঞ্চলে নিম্নশ্রেণীর বা নিম্নবর্গের মানুষকে কেন্দ্র করে কারন ব্রাহ্মনদের পুরানে আভিজাত্য বৈশ্য শূদ্রদের ক্রমবর্ধমান আর্থিক সমৃদ্ধি ক্ষত্রিয়দের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব এবং জনসাধারনের সীমাহীন দরিদ্র সমাজের ভারসাম্য বিস্মিত করে। এরজন্য প্রয়োজন ছিল তৃষ্ণার বিনাশ এবং সপ্তপ্রেম ও সদিচ্ছা। জনগনের মধ্যে এই মানবিক জাগরনের ডাক দিলেন দুই মহামানব বুদ্ধদেব ও মহাবীর। ঐতিহাসিক Ramila Thapar তাই লিখেছেন — ব্রাহ্মন্যদের

পাল্টা ভাবনা হিসেবে শাক্যরা এবং কুদ্ররা
বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মকেই বেছে নিলেন,

Scanned with OKEN Scanner